بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৩ নভেম্বর ২০১৮ মোতাবেক ২৩ নবুয়্যত ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেনঃ

আজ থেকে পুনরায় আমি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ আরম্ভ করব। সর্বপ্রথম যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হল, হযরত সীনান বিন আবি সীনান (রা.)। তিনি বনু আসাদ গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন আর বনু আব্দে শাম্স এর মিত্র ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। (এছাড়া) উহুদ, খন্দক আর হুদায়বিয়া সহ মহানবী (সা.) যেসব যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি তাতে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। বয়আতে রিযওয়ানে সর্বপ্রথম কে বয়আত করেছিলেন সে সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। কারো কারো মতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) প্রথম বয়আত করেছিলেন আর কেউ কেউ হযরত সালামা বিন আল আকওয়া'র নাম উল্লেখ করেন, কিন্তু ওয়াকদী'র মতে হযরত সীনান বিন আবি সীনান (রা.)-ই সর্বপ্রথম বয়আত করেন। আবার কারো কারো মতে হযরত সীনানের পিতা সর্বপ্রথম বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। যাহোক, ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে, বয়আতে রিযওয়ানে মহানবী (সা.) যখন মানুষের বয়আত নিতে আরম্ভ করেন তখন হযরত সীনান (রা.)ও হাত বাড়িয়ে দেন যে, আমার বয়আত নিন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, কোন শর্তে বয়আত করছ? হযরত সীনান (রা.) নিবেদন করেন, আপনার (সা.) হৃদয়ে যা আছে। মহানবী (সা.) তাকে প্রশ্ন করেন, আমার হৃদয়ে কি আছে তা কী তুমি জান? (মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যেরও প্রভাব ছিল) তখন তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হয় বিজয় নতুবা শাহাদত বরণ। এটি দেখে অন্যরাও বলতে আরম্ভ করেন, যে-ই শর্তে হযরত সীনান (রা.) বয়আত করছেন আমরাও ঠিক একই শর্তে বয়আত করছি।

(রওযুল আনাফ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬২, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা থেকে মুদ্রিত) {সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬, বাব যিকরে মাগাযিয়া (সা.), ২০০২ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত} {আত্ তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯, সীনান বিন আবি সীনান (রা.) ওয়া মান হালফায়ে বানি আব্দে শামস, ১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা থেকে মুদ্রিত} {উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬১, সীনান বিন আবি সীনান (রা.), ২০০৩ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা থেকে মুদ্রিত}

হযরত সীনান (রা.) জ্যেষ্ঠ মুহাজির সাহাবীদের একজন ছিলেন।

(সীরাত ইবনে কাসীর, পৃঃ ২৮০, আসমা আহলে বদর হরফুল আল্ সীন, ২০০৫ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত) (তারিখুল ইসলাম দোফিয়াতুল মাশাহের ওয়াল আ'লাম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭১, ১৯৯৩ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা থেকে মুদ্রিত)

তুলায়হা বিন খুয়ায়লিদ নবুয়তের দাবি করলে সর্বপ্রথম হযরত সীনান (রা.) পত্র লিখে মহানবী (সা.)-কে অবহিত করেন। সে সময় তিনি বনু মালেক-এ আমেল বা কর্মকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। (তারিখুল বাতরী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৫, ১১ হিজরী সন, ২০০২ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত)

দ্বিতীয় সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হবে, তিনি হলেন হযরত মেহজা' (রা.), তিনি হযরত উমর (রা.)'র ক্রীতদাস ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল সালেহ। বদরের যুদ্ধে তিনি সর্বপ্রথম

শহীদ হয়েছিলেন। তিনি ইয়েমেনের অধিবাসী ছিলেন। প্রারম্ভে বন্দী অবস্থায় তাকে হযরত উমর (রা.)'র কাছে আনা হয়, তখন হযরত উমর (রা.) অনুগ্রহবশে তাকে মুক্ত করে দেন। তিনি সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের একজন ছিলেন। বদরের যুদ্ধে তিনি অংশ নেন এবং তার আরেকটি অনন্য সম্মান হল, (যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে,) তিনি ছিলেন ইসলামী সেনাবাহিনীর সর্বপ্রথম শহীদ। দুই সারির মাঝে তিনি অবস্থান করছিলেন, হঠাৎ একটি তীর বিদ্ধ হয়ে তিনি শাহাদত বরণ করেন। আমর বিন হাযরমী তাকে শহীদ করেছিল অর্থাৎ তার তীর লেগেছিল। হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবের বর্ণনা অনুসারে হযরত মেহজা' (রা.) যখন শহীদ হয়েছিলেন তখন তার মুখে এই শব্দ উচ্চারিত হচ্ছিল **'আনা মেহজাওঁ ওয়া ইলা রব্বী আরজী'** অর্থাৎ, আমি মেহজা' আর আমার মনিবের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে যাচ্ছি। হযরত মেহজা' (রা.) সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল যে, **وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ** (সূরা আল-আনাম: ৫৩) অর্থাৎ, তুমি সেসব লোককে বিতাড়িত করো না যারা তাদের প্রভুকে তার সন্তুষ্টির সন্ধানে প্রভাতেও ডাকে আর সন্ধায়ও। এছাড়া নিম্ন লিখিত সাহাবীরাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন- হযরত বেলাল (রা.), হযরত সুহেইব (রা.), হযরত আম্মার (রা.), হযরত খাব্বাব (রা.), হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.), হযরত অওস বিন খওলী (রা.), হযরত আমের বিন ফুহায়রা (রা.)।

{আত্ তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৯-৩০০, মেহজা' বিন সালেহ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}, {উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৬৮, মেহজা' (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে মুদ্রিত}, (কনযুল উম্মাল, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৪০৮, কিতাবুল গাযওয়াত, হাদীস নং: ২৯৯৮৫, ১৯৮৫ সালে বৈরুতে মুদ্রিত)

এর অর্থ এটি নয় যে, মহানবী (সা.) গরীবদেরকে নাঊযুবিল্লাহ্ বিতাড়িত করতেন বলে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। দরিদ্রদের প্রতি তাঁর সম্মান, শ্রদ্ধা, স্নেহ অতুলনীয় আর অসাধারণ ছিল, সেসব গরীবদের নিজেদের উক্তির বরাতে বিভিন্ন হাদীস থেকেও আমরা তা জানতে পারি। এই আয়াতে সত্যিকার অর্থে সেসব সম্পদশালী এবং ধনীদের খণ্ডন রয়েছে, যারা চাইত যে, তাদেরকে বেশি সম্মান করা হোক আর শ্রদ্ধা করা হোক। এর উত্তরে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি রসূলকে এটি বলে রেখেছি আর (তাঁর জন্য) এটিই নির্দেশ যে, দরিদ্র মানুষ যারা যিকরে এলাহী এবং ইবাদতে অগ্রগামী তাদের সম্মান এবং শ্রদ্ধা খোদার দৃষ্টিতে তোমাদের সম্পদ এবং পারিবারিক সম্মানের চেয়ে অধিক, বংশগত সম্মানের চেয়ে বেশি আর আল্লাহ্‌র রসূল তাই করেন যা করার নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে দেন। অতএব এই আয়াতের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে সেসব সম্পদশালীকে এই উত্তর দেয়া হয়েছে, যাদের যারা মনে করতো যে, তারা উঁচু মর্যাদার অধিকারী অর্থাৎ তোমাদের সম্মান এবং তোমাদের সম্পদের প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল ভ্রুক্ষেপ করেন না। তাঁর দৃষ্টিতে এরাই (দরিদ্ররাই) প্রিয়।

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত আমের বিন মুখাল্লাদ (রা.)। তার মায়ের নাম ছিল আম্মারাহ্ বিনতে খানসা। খাযরাজ গোত্রের বনু মালেক বিন নাজ্জার শাখার সাথে তার সম্পর্ক ছিল। বদর এবং উহুদের যুদ্ধে তিনি অংশ নেন আর উহুদের দিন তিনি শাহাদত বরণ করেন।

{আত্ তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৫-৩৭৬, আমের বিন মুখাল্লাদ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}

আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত হাতেব বিন আমর বিন আবদে শামস্ (রা.)। তার ডাক নাম ছিল আবু হাতেব, তার সম্পর্ক ছিল বনু আমের বিন লুওয়াঈ গোত্রের সাথে। তার মা ছিলেন আশজা' গোত্রভুক্ত আসমা বিনতে হারেস বিন নওফেল। হযরত সুহেইল বিন

আমর, হযরত সালীত বিন আমর এবং হযরত সুকরান বিন আমর তার ভাই ছিলেন। আমর বিন হাতেব ছিলেন হযরত হাতেব বিন আমরের সন্তান। তার মাতা ছিলেন রাইতা বিনতে আলকামাহ্।

{উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৬২, হাতেব বিন আমর (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে মুদ্রিত}, {আত্ তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৯, হাতেব বিন আমর (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}

মহানবী (সা.)-এর দ্বারে আরকামে যাওয়ার পূর্বে তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)'র তবলীগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইথিওপিয়া অভিমুখে (তিনি) দু'বার হিজরত করেছেন, অপর একটি বর্ণনা অনুসারে প্রথম হিজরতে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ইথিওপিয়ায় গিয়েছিলেন তিনি হলেন হযরত হাতেব বিন আমর বিন আব্দে শাম্স (রা.)। তিনি (রা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর হযরত আবু লুবাবাহ্ বিন আব্দুল মুনযের (রা.)'র ভাই হযরত রেফা' বিন আব্দুল মুনযের (রা.)'র বাড়িতে অবস্থান করেন। বদরের যুদ্ধে তার ভাই হযরত সালীত বিন আমর (রা.)'র সাথে যোগদান করেন আর উহুদের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

{আত্ তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৯, হাতেব বিন আমর (রা.), ১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত}, (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ১১৭, ১১৯, বাব ইসলাম আবি বকর ওয়ামান মা'য়া মিনাস সাবাকিনে, ২০০৯ সালে বৈরুতের দ্বারে ইবনে হযম থেকে মুদ্রিত)

মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত সওদাহ্ বিনতে যামআহ্ (রা.)'র বিয়ে করিয়েছিলেন হযরত সালীত বিন আমর (রা.)। কারো কারো মতে হযরত হাতেব বিন আমর (রা.) বিয়ে করিয়েছিলেন আর সে সময় চারশ' দিরহাম দেনমোহর নির্ধারিত হয়েছিল।

এই বিয়ের বিশদ বর্ণনা তাবাকাতুল কুবরায় এভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, হযরত সওদাহ্ (রা.)'র প্রথম স্বামী হযরত সুকরান বিন আমর (রা.) যিনি হযরত হাতেব বিন আমর (রা.)'র ভাই ছিলেন, তিনি ইথিওপিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসার পর মক্কায় ইন্তেকাল করেন। হযরত সওদাহ্ (রা.)'র ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর মহানবী (সা.) তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে হযরত সওদাহ্ (রা.) নিবেদন করেন, আমার বিষয়টি আপনার (সা.) হাতে ন্যস্ত। তখন মহানবী (সা.) বলেন, নিজ গোত্রের কোন পুরুষকে নিযুক্ত করুন যেন তিনি আমার কাছে আপনাকে অর্থাৎ হযরত সওদাহ্কে আমার সাথে বিয়ে দেন। তখন হযরত সওদাহ্ (রা.) হযরত আমর বিন হাতেব (রা.)-কে নিযুক্ত করেন। এভাবে হযরত হাতেব (রা.) হযরত সওদাহ্কে মহানবী (সা.)-এর কাছে বিয়ে দেন। হযরত খাদিজা (রা.)'র পর সর্বপ্রথম মহিলা ছিলেন হযরত সওদাহ্ (রা.), যাকে মহানবী (সা.) বিয়ে করেন।

{সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৬৬১, বাব যিকরে আযওয়াজাহ্ সওদাহ্ বিন জাম'আহ্ (রা.) ২০০৯ সালে বৈরুতের দ্বার ইবনে হযম থেকে মুদ্রিত}, (আত্ তাবকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪২, যিকরে আযওয়াজ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, ১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত)

হুদায়বিয়া নামক স্থানে অনুষ্ঠিত বয়আতে রিযওয়ানেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

(কিতাবুল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯২, গাযওয়া হুদায়বিয়া, ২০০৪ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত)

এরপর একজন সাহাবী ছিলেন হযরত আবু খুযায়মা বিন অওস (রা.)। তার মায়ের নাম ছিল আমরাহ্ বিনতে মাসঊদ। তিনি হযরত মাসঊদ বিন অওসের ভাই ছিলেন। হযরত মাসঊদ বিন অওস (রা.)ও বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি বদর, উহুদ এবং পরিখা

সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে যোগদান করেন। হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে তার মৃত্যু হয়েছে।

{আত্ তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৩, আবু খুযায়মা বিন অওস (রা.), মাসঊদ বিন অওস (রা.), ১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে}

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত তামীম মওলা খেরাশ (রা.)। তিনি অর্থাৎ হযরত তামীম হযরত খেরাশ (রা.)'র মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন। মহানবী (সা.) তার এবং উতবা বিন গাযওয়ান (রা.)'র মুক্ত ক্রীতদাস হযরত খাব্বাব (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। তিনি বদর ও উহুদের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন।

{আত্ তাব্কাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৯, তামীম মওলা খেরাশ (রা.), ১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে}

হযরত মুনযের বিন কুদামা (রা.) ছিলেন আরেকজন সাহাবী। হযরত মুনযের বিন কুদামা (রা.)'র সম্পর্ক ছিল বনু গানাম গোত্রের সাথে। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লামা ওয়াকদী'র মতে বনু কায়নোকার বন্দীদের দেখাশোনার জন্য তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

[আল্ ইসাবা ফি তামীযুস্ সাহাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৭২, মুনযের বিন কুদামা (রা.), ১৯৯৫ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে}, {আত্ তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৭, মুনযের বিন কুদামা (রা.), ১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে}

এরপর হযরত হারেস বিন হাতেব (রা.) ছিলেন অপর এক বদরী সাহাবী। তার ডাক নাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ্, তার মায়ের নাম ছিল উমামা বিনতে সামেত। তার সম্পর্ক ছিল আনসারের অওস গোত্রের সাথে। তিনি হযরত সা'লেবাহ্ বিনতে হাতেব (রা.)'র ভাই ছিলেন। হযরত হারেস বিন হাতেব (রা.) এবং হযরত আবু লুবাবাহ্ বিন আব্দুল মুনযের (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধের জন্য যাচ্ছিলেন, রওহা নামক স্থানে মহানবী (সা.) হযরত আবু লুবাবাহ্ বিন আব্দুল মুনযের (রা.)-কে মদীনার শাসক এবং হারেস বিন হাতেব (রা.)-কে বনু আমের বিন অওফের আমীর নিযুক্ত করে মদীনায় ফেরত পাঠান, তথাপি তাদের উভয়কে বদরের সাহাবীদের মাঝে গণ্য করে মালে গনীমত থেকেও অংশ দিয়েছেন। হযরত হারেস বিন হাতেব (রা.) বদর, উহুদ এবং খন্দক সহ বয়আতে রেযওয়ানেও মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগদানের সম্মান লাভ করেছেন। কেননা, বদরের যুদ্ধের জন্য তিনি পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছিলেন আর অংশ গ্রহণের পুরো সদিচ্ছাও ছিল, তাই মহানবী (সা.) যদিও তাকে আমীর নিযুক্ত করে ফেরত পাঠিয়েছিলেন তথাপি তাকে বদরী সাহাবীদের মাঝেই গণ্য করেছেন। খায়বারের যুদ্ধ চলাকালে এক ইহুদী দুর্গের ওপর থেকে তাকে তীর নিক্ষেপ করে যা হযরত হারেস বিন হাতেবের মাথায় আঘাত হানে আর এতেই তিনি শাহাদত বরণ করেন।

{উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৯৮, হারেস বিন হাতেব (রা.), ২০০৩ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে}, {আত্ তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫১, হারেস বিন হাতেব (রা.), ১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে}

হযরত সা'লেবাহ্ বিন যায়েদ (রা.) ছিলেন আরেকজন সাহাবী। আনসারের বনু খাযরাজ গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি হযরত সাবেত বিন আলজিযআ'র পিতা ছিলেন। হযরত সা'লেবাহ্ বিন যায়েদ (রা.)'র উপাধি ছিল আলজিযআ'। তার দৃঢ়চিত্ততা ও দৃঢ় মনোবলের কারণে তাকে 'আলজিযআ' বলা হত অর্থাৎ বৃক্ষের মজবুত কাণ্ড আর ছাদের বীম বা কড়িকাঠকেও 'জিযআ' বলা হয়।

যাহোক, তিনি খুব দৃঢ়চেতা এবং দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন, তাই তাকে 'আলজিযআ' উপাধি দেয়া হয়েছে। এটি ছাড়া হযরত সা'লেবাহ্ বিন যায়েদ (রা.) সংক্রান্ত অন্য কোন রেওয়ায়েত সংরক্ষিত নেই।

{উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৭, সা'লেবাহ্ বিন যায়েদ (রা.), ২০০৩ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত}, {আত্ তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৮, সাবেত বিন সা'লেবাহ্ (রা.), ১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত}, (Arabic-English Lexicon by Edward William lane, part 2, page 396, librairie du liban 1968)

আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত উকবাহ্ বিন ওয়াহাব (রা.)। হযরত উকবাহ্ বিন ওয়াহাবকে ইবনে আবী ওয়াহাবও বলা হয়। তিনি বনী আব্দে শাম্‌স গোত্রের আব্দে মুনাফের মিত্র ছিলেন। বদর, উহুদ, খন্দক সহ সকল যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন।

{উসদুল গাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৯, উকবাহ্ বিন ওয়াহাব (রা.), ২০০৩ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত}, {আত্ তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭০, উকবাহ্ বিন ওয়াহাব (রা.), ১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত}

মদীনায় ইহুদীদের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসলে তিনি (সা.) তাদেরকে তবলীগ করেন, যা তারা প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করে। তখন যেসব সাহাবী তাদেরকে এরূপ স্পষ্টভাবে অস্বীকারের জন্য ধিক্কার জানান তাদের মাঝে হযরত উকবাহ্ বিন ওয়াহাব (রা.)ও ছিলেন। ঘটনার বিবরণ এভাবে পাওয়া যায় যে, একবার মহানবী (সা.)-এর কাছে নো'মান বিন আযা, বাহরী বিন আমর এবং শাআস বিন আদী আসে। মহানবী (সা.) তাদের সাথে কথাবার্তা বলেন আর তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করেন, ইসলামের তবলীগ করেন এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করেন। এতে তারা বলে, হে মোহাম্মদ (সা.)! আপনি আমাদেরকে কিসের ভয় দেখাচ্ছেন? আমরা তো আল্লাহ্‌র পুত্র এবং তাঁর প্রিয়ভাজন, যেভাবে খ্রিষ্টানরাও বলেছিল। আল্লাহ তা'লা তাদের সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ করেন, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (সূরা আল্ মায়েদা: ১৯) অর্থাৎ, ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান এবং তাঁর প্রিয়ভাজন। তুমি বল, তাহলে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কারণে শাস্তি দেন কেন? না বরং তোমরা তাঁর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত, কেবল মানুষ মাত্র। তিনি যাকে চান ক্ষমা করেন, যাকে চান শাস্তি দেন আর নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে এসবের রাজত্ব কেবল আল্লাহ্‌রই। অবশেষে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

ইবনে ইসহাকের মতে মহানবী (সা.) যখন ইহুদী গোত্রকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান এবং তাদেরকে এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেন আর শির্কের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে তাদেরকে ভয় দেখান তখন তারা শুধুমাত্র মহানবী (সা.)-কেই নয় বরং তাঁর আনীত শিক্ষাকেও অস্বীকার করে। এমতাবস্থায় হযরত মাআয বিন জাবাল, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ এবং হযরত উকবাহ্ বিন ওয়াহাব (রা.) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, হে ইহুদী গোত্র! আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহর কসম! তোমরা জান যে, তিনি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)। কেননা তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে তোমরা নিজেরাই তাঁর (আগমন) সম্পর্কে আমাদের সামনে বলে বেড়াতে এবং তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করতে। তখন রা'ফে বিন হুরায়মালা এবং ওয়াহাব বিন ইয়াহুযা বলে, আমরা তোমাদের কখনোই এটি বলি নি এবং হযরত মূসা (আ.)-এর পর আল্লাহ্ তা'লা কোন কিতাব অবতীর্ণ করেন নি আর করবেনও না। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা

হযরত মূসা (আ.)-এর পর আর কোন সুসংবাদদাতা বা কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করেন নি আর করবেনও না। (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৬৫-২৬৬, বাব মা নাযালা ফিল্ মুনাফিকীনা ওয়া ইহুদ, বৈরুতের দ্বার ইবনে হাযম থেকে ২০০৯ সনে মুদ্রিত)

অর্থাৎ তারা বেমালুম অস্বীকার করে অথচ তওরাতে এ–সংক্রান্ত বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। বর্তমান যুগের কিছু মুসলমান আলেমেরও একই অবস্থা, তারা মসীহ্ মওউদকে মানতে অস্বীকার করে। ইতোপূর্বে তাঁর আগমন সম্পর্কে (এরা) হৈচৈ করত অথচ এখন বলে, কেউ আসবে না।

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত হাবীব বিন আসওয়াদ (রা.)। হযরত হাবীব বিন আসওয়াদ বিন সা'দ (রা.) আনসার গোত্র বনু হারামের মুক্তকৃত দাস ছিলেন। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার কোন সন্তানসন্ততি ছিল না। খুবায়েব নামেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়। {আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৯, হাবীব বিন আল্ আসওয়াদ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}, {আল্ আসাবা ফি তমীযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮, হাবীব বিন সা'দ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে মুদ্রিত}, {উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭১, হাবীব বিনুল আসওয়াদ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে মুদ্রিত}

এরপর আরেক সাহাবী হলেন, হযরত উসায়মাহ্ আনসারী (রা.)। হযরত উসায়মাহ্ (রা.) ছিলেন বনু আশজা' গোত্রের সদস্য। (তিনি) বনু গানাম বিন মালেক বিন নাজ্জারের মিত্র ছিলেন। তিনি বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। তিনি হযরত মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান (রা.)'র যুগে ইন্তেকাল করেন। {আত্ তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭, উসায়মাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}

হযরত রাফে' বিন হারেস (রা.) ছিলেন আরেকজন সাহাবী। তার নাম হল রাফে' বিন হারেস বিন সাওয়াদ (রা.)। তিনি আনসারের বনু নাজ্জার গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে তিনি ইন্তেকাল করেন। হযরত রাফে' বিন হারেস (রা.)'র একটি পুত্র ছিল, যার নাম ছিল হারেস। [আত্ তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৩, রাফে' বিনুল হারেস (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}

আরেকজন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হলেন, হযরত রুখায়লাহ্ বিন সা'লাবাহ্ আনসারী (রা.)। তার নামও বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ বলে রুখায়লাহ্, কেউ বলে রুজায়লাহ্ আর কেউ বলে রুহায়লাহ্ ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পিতার নাম ছিল সা'লাবা বিন খালেদ। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু বায়াযার সদস্য। সিফফীনের যুদ্ধে তিনি হযরত আলী (রা.)'র সাথে ছিলেন। {উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৩, রুখায়লাহ্ বিন সা'লাআহ্ (রা.)। ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০৯, জুবায়লাহ্ বিন সা'লাবাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে মুদ্রিত}, {আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫০, রুখায়লাহ্ বিন সা'লাআহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}

এরপর আরেকজন সাহাবী ছিলেন, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বিন রিয়াব (রা.)। হযরত জাবের (রা.)-কে সেই ছয়জনের মাঝে গণ্য করা হয় যারা আনসারদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত জাবের (রা.) বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর বরাতে হাদীসও বর্ণনা করেছেন। {আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩১, জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}

তিনিই ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি আকাবার প্রথম বয়আতে আনসারদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আকাবার প্রথম বয়আতের রাতে মহানবী (সা.)-এর সাথে আনসারের কয়েকজনের সাক্ষাৎ হলে তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোন গোত্রের সদস্য? তখন তারা তাদের পুরো পরিচয় তুলে ধরেন আর তারা ছিলেন বনু নাজ্জারের ছয়জন– আসাদ বিন যুরারাহ্, অওফ বিন হারেস বিন রিফা'হ্ বিন উফরা, রাফে' বিন মালেক বিন আজলান, কুতবাহ্ বিন আমের বিন হাদীদাহ্, উকবা বিন আমের বিন নাবী বিন যায়েদ এবং জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বিন রিয়াব (রা.)। তারা সবাই তখন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। মদীনায় ফিরে আসার পর তারা মদীনাবাসীর কাছে মহানবী (সা.)-এর কথা উল্লেখ করেন এবং সেখানে তবলীগ করেন। {উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯২, জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ রিয়াব (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে মুদ্রিত}

বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী আরেকজন সাহাবী ছিলেন, হযরত সাবেত বিন আকরাম বিন সা'লাবাহ্ (রা.)। তার নাম হযরত সাবেত বিন আকরাম বিন সা'লাবাহ্ বিন আদী বিন আজলান ছিল। আনসারের বনু আমর বিন অওফ গোত্রের মিত্র ছিলেন। বদরের যুদ্ধসহ তিনি সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে যোগ দিয়েছেন। {আল্ ইস্তিয়াব, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৯, সাবেত বিন আকরাম (রা.), বৈরুতের দারুল জিল থেকে ১৯৯২ সনে মুদ্রিত}

মহানবী (সা.)-এর মদীনায় শুভাগমনের পর তিনি (সা.) হযরত আসেম বিন আদী (রা.)-কে মসজিদ দিয়ে দেন যেন তিনি সেখানে তার বাড়ি নির্মাণ করেন। কিন্তু আসেম (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই মসজিদকে আমি আমার বাসস্থান বানাতে চাই না, খোদা তা'লা এতে যা কিছু নাযিল করার ছিল তা অবতীর্ণ করেছেন। উপরন্তু আপনি এটি সাবেত বিন আকরামকে দিয়ে দিন, কেননা তার কোন বাড়িঘর নেই। মহানবী (সা.) তখন হযরত সাবেত বিন আকরাম (রা.)-কে এই জায়গাটি দিয়ে দেন। তার ঔরসে কোন সন্তান ছিল না। [সাবিলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬৭৭, বাব যিকরু আমরে মাসজিদিয যিরার... ১৯৯২ সনে কায়রোতে মুদ্রিত]

এই জায়গাটি সম্ভবত মসজিদের অংশ ছিল বা এর সংলগ্ন কোন জায়গা ছিল এবং কোন সময় সেখানে নামাযও পড়া হত। যাহোক, অনুবাদকরা যে অনুবাদ করেছে তা আমার মতে সঠিক অনুবাদ নয়। কিছু কথা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হয়ে থাকে, এজন্য রিসার্চ সেল-এর যারা এই নোট পাঠান তাদের কিছুটা যাচাই বাছাই করে সঠিকভাবে পাঠানো উচিত। স্কুলের শিশুদের মতো শুধু অনুবাদ করে দিবেন না।

এরপর মূতা'র যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)'র শাহাদতের পর হযরত সাবেত বিন আকরাম (রা.) ইসলামী পতাকা নিজের হাতে তুলে নেন এবং বলেন, হে মুসলমানদের বিভিন্ন দল! তোমাদের মধ্য থেকে কোন একজনকে নিজেদের নেতা নিযুক্ত কর। লোকেরা বলল, আমরা আপনাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করতে চাই। তিনি বলেন, আমি এমনটি করতে পারি না। তখন সবাই খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে নিজেদের নেতা নিযুক্ত করেন। ইবনে হিশামের সীরাতুন্ নবী (সা.)-এ এটি এর উল্লেখ রয়েছে। [সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৫৩৩, বাব যিকরু গাযওয়া মূতা..., বৈরুতের দ্বার ইবনে হাযম থেকে ২০০৯ সনে মুদ্রিত]

ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে, মূতার যুদ্ধের সময় মুসলমানরা যখন শত্রু বাহিনীর সংখ্যা এবং তাদের সাজসরঞ্জাম দেখে তখন তারা ধারণা করে, এই সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মূতার যুদ্ধে যোগ দেই। শত্রুরা

আমাদের কাছাকাছি এলে আমরা দেখি, তাদের সংখ্যা, যুদ্ধাস্ত্র, ঘোড়া, স্বর্ণ এবং রেশম ইত্যাদির দৃষ্টিকোণ থেকে এদের মোকবিলা করা কারো জন্য সম্ভব নয়। এটি দেখে আমার চোখ বিস্ফারিত হয়। তখন হযরত সাবেত বিন আকরাম আমাকে বলেন, হে আবু হুরায়রাহ্! তোমার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, তুমি অনেক বড় কোন সৈন্যবাহিনী দেখেছ। হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। একথা শুনে হযরত সাবেত বলেন, তুমি আমাদের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ কর নি। সংখ্যাধিক্যের কারণে সেখানেও আমাদের বিজয় লাভ হয় নি (সাবিলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৪৮, বৈরুতের দারুল্ কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৩ সনে মুদ্রিত) বরং আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে (বিজয়) অর্জিত হয়েছিল আর এখানেও তা–ই হবে।

হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)'র সাথে তিনি মুরতাদদের (দমনের) উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) মানুষের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে যাত্রার সময় আযান শুনলে আক্রমণ করতেন না কিন্তু আযান না শুনলে আক্রমণ করতেন। তিনি (রা.) যখন বুযাখাহ্ নামক স্থানে অবস্থিত সেই জাতির কাছে পৌঁছেন তখন তিনি হযরত উকাশাহ্ বিন মিহসান (রা.) এবং হযরত সাবেত বিন আকরাম (রা.)-কে শত্রুর সংবাদ সংগ্রহের জন্য গোয়েন্দা হিসেবে প্রেরণ করেন আর তারা উভয়েই অশ্বারোহী ছিলেন। হযরত উকাশাহ্ (রা.)'র ঘোড়ার নাম ছিল আয্ যারাম আর হযরত সাবেত (রা.)'র ঘোড়ার নাম ছিল আল্ মেহবার। যাহোক, এই দু'জন তুলাইহা এবং তার ভাই সালমাহ্‌র মুখোমুখি হন। এরাও তাদের মতোই (শত্রুদের পক্ষ থেকে) গোয়েন্দাগিরির জন্য তাদের সৈন্যদলকে পিছনে রেখে এগিয়ে এসেছিল। তুলাইহার মুখোমুখি হন হযরত উকাশাহ্ (রা.) আর সালমাহ্‌র মুখোমুখি হন হযরত সাবেত (রা.)। আর এই দু'জন, যারা সহোদর ভাই ছিল তারা উভয় সাহাবীকে শহীদ করে। আবু ওয়াকিদ লাইসী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমরা দু'শ অশ্বারোহী সৈন্যের অগ্রে চলছিলাম। যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.) আমাদের আমীর ছিলেন আর সাবেত এবং উকাশাহ্ (রা.) আমাদের অগ্রভাগে ছিলেন। আমরা তাদেরকে অতিক্রম করার সময় এ (শাহাদতের) দৃশ্যটি আমাদের জন্য অত্যন্ত অসহনীয় ছিল (তাদের শাহাদাতের পর পিছন থেকে এই সৈন্যদল অগ্রসর হচ্ছিল) হযরত খালেদ (রা.) এবং অন্যান্য মুসলমানরা আমাদের পশ্চাতে ছিলেন। আমরা এই শহীদদের লাশের পাশেই হযরত খালেদ (রা.)'র আসার পূর্ব পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাঁর নির্দেশে আমরা হযরত সাবেত ও হযরত উকাশাহ্ (রা.)-কে তাদের রক্তে রঞ্জিত কাপড়ে সেখানেই সমাহিত করি। {আত্ তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৫-৩৫৬, সাবেত বিন আকরাম (রা.), বৈরুতের দারুল্ কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত}

হাদীসে বর্ণিত আছে, তুলায়হা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, দু'জন মুসলমান হযরত উকাশাহ্ এবং হযরত সাবেত বিন আকরাম (রা.)'র শাহাদতের কারণ তুমি তাই আমি তোমাকে ভালোবাসবো না। এই দু'জন সাহাবীকে যারা শহীদ করেছে তারা পরে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরকে হযরত উমর (রা.) উত্তর দেন, তোমাদের প্রতি আমার ভালোবাসা নেই, কারণ তোমরা দু'জন মুসলমানকে শহীদ করেছ। তখন তুলায়হা বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! খোদা তা'লা তো তাদেরকে আমার হাতে সম্মান দিয়েছেন। (সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৫৮০-৫৮১, কিতাবুল আশরাবা, বাব কিতালু এহলির রিদা ..., হাদীস নম্বর: ১৭৬৩১, বৈরুতের দারুল্ কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সনে মুদ্রিত}

তার কোন সন্তান ছিল না। মুহাম্মদ বিন উমর বলেন, হযরত সাবেত (রা.)-কে তুলায়হা বারো হিজরীতে বুযাখা নামক স্থানে শহীদ করে। {আত্ তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৫-৩৫৬, সাবেত বিন আকরাম (রা.), বৈরুতের দারুল্ কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত}

এরপর হযরত সালমাহ্ বিন সালামাহ্ (রা.) ছিলেন আরেকজন বদরী সাহাবী। তিনি আনসারী ছিলেন এবং অওস গোত্রের বনু আশহাল পরিবারের সদস্য ছিলেন। মদীনায় মহানবী (সা.)-এর আগমনবার্তা পৌঁছানোর পর তাঁর প্রতি যারা সর্বপ্রথম ঈমান আনেন তিনি ছিলেন তাদের একজন। {সিয়ারুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯১, সালমাহ্ বিন সালামাহ্ (রা.), করাচীর দারুল্ ইশাআত থেকে ২০০৪ সনে মুদ্রিত}

তিনি আকাবার প্রথম এবং দ্বিতীয় বয়আত তথা উভয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বদরসহ সকল যুদ্ধেই মহানবী (সা.)-এর সাথে তার যোগদানের সৌভাগ্য হয়। হযরত উমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে তাকে ইয়ামামার শাসক বা গভর্নর নিযুক্ত করেন। {উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২৩, সালমাহ্ বিন সালামাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সনে মুদ্রিত}

উমর বিন কাতাদাহ্ বলেন, মহানবী (সা.) হযরত সালমাহ্ বিন সালামাহ্ এবং হযরত আবু সাবরাহ্ বিন আবি রুহাম (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন, কিন্তু ইবনে ইসহাকের মতে সালমাহ্ বিন সালামাহ্ এবং হযরত যুবায়ের বিনুল আওয়াম (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপিত হয়েছিল। {আত্ তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৫, সালমাহ্ বিন সালামাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত}

তিনি স্বয়ং তার শৈশবের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, আমি একবার আমার বাল্যবয়সে আমাদের বংশের কিছু লোকের মাঝে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় এক ইহুদী পণ্ডিত সেখানে আসে এবং তিনি আমাদের সামনে কিয়ামত, হিসাব-নিকাশ, বেহেশত ও দোযখের আলোচনা আরম্ভ করে আর বলে, মুশরিক এবং প্রতিমাপূজারিরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তার বংশের লোকেরা যেহেতু মূর্তি-পূজারি ছিল তাই তারা এই সত্যকে অনুধাবন করতো না যে, মৃত্যুর পর মানুষ পুনরুত্থিত হবে। তাই তারা সেই ইহুদী যাজককে জিজ্ঞেস করে, সত্যিই কি মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করা হবে আর কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে? পারলৌকিক জীবনের কোন ধারণাই তাদের ছিল না। সেই (ইহুদী যাজক) তখন বলেন, হ্যাঁ। তারা (আবার) জিজ্ঞেস করে, এর লক্ষণ কী হবে? তখন তিনি মক্কা এবং ইয়েমেনের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, এই জায়গা হতে একজন নবী আসবেন। এরপর তারা জিজ্ঞেস করে, সে কখন আসবে, তখন সে আমার দিকে ইঙ্গিত করে। তিনি বলেন, (আমি তখন ছোট বালক ছিলাম), সে আমার প্রতি ইঙ্গিত করে বলে, যদি এই ছেলে দীর্ঘায়ু লাভ করে তাহলে সেই নবীকে সে অবশ্যই দেখবে। হযরত সালমাহ্ (রা.) বলেন, এই ঘটনার মাত্র কয়েক বছর অতিবাহিত হতেই মহানবী (সা.)-এর আগমনের সংবাদ আমরা পাই আর আমরা সবাই ঈমান আনি। এই যে মূর্তিপূজারি বা অগ্নিপূজারিরা ছিল তারা সবাই ঈমান আনে। তিনি বলেন, সেই ইহুদী যাজক তখনও জীবিত ছিল কিন্তু হিংসার কারণে সে ঈমান আনে নি আর আমরা তাকে বললাম, তুমি আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর আগমনের বিভিন্ন সংবাদ শোনাতে অথচ এখন নিজেই ঈমান আন নি, তখন সে বলে, আমি যার কথা বলেছিলাম ইনি সেই নবী নন। তিনি (রা.) বলেন, অবশেষে সেই ব্যক্তি এভাবেই অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা যায়।

হযরত উসমান (রা.)'র যুগে যখন নৈরাজ্য মাথাচাড়া দেয় তখন তিনি নির্জনতা অবলম্বন করেন, আর খোদার ইবাদতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। (রহমতে দারাইন কে সও শেদাঈ, পৃ: ৫৭৪-৫৭৬, লাহোরের তালেব আল্ হাশেমী আল্ বদর প্রকাশনী থেকে ২০০৩ সনে প্রকাশিত)

অর্থাৎ নির্জনবাসী হন, কেননা তখন নৈরাজ্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাচ্ছিল। (তাই তখন তিনি) কেবল আল্লাহ্‌রই ইবাদত করতেন। তার মৃত্যু সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে, কারো কারো মতে তিনি ৩৪ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন, আবার কারো মতে ৪৫ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৭৪ বছর আর মদীনাতেই তিনি ইন্তেকাল করেন। {আল্ ইসাবাতু ফী তাম্‌ঈযিস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২৫, সালমাহ্ বিন সালামাহ্ বিন ওয়াক্‌শ, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৫ সনে মুদ্রিত}

এরপর আরেকজন বদরী সাহাবী ছিলেন হযরত জাবর বিন আতীক (রা.)। তিনি বদর সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি মদীনায়ই ছিলেন। হযরত জাবর বিন আতীক এর ডাকনাম ছিল আব্দুল্লাহ্। সন্তানদের মধ্যে দু'পুত্র আতীক এবং আব্দুল্লাহ্ আর এক কন্যা ছিল উম্মে সাবেত। মহানবী (সা.) হযরত জাবর বিন আতীক এবং হযরত খুব্বাব বিন আল্ আরত (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। মক্কা বিজয়ের সময় বনু মুআবিয়া বিন মালেকের পতাকা তার হাতেই ছিল। হযরত জাবর বিন আতীক (রা.) ৬১ হিজরীতে ইয়াযীদ বিন মুআবিয়ার খিলাফতকালে (বরং বলা উচিত শাসনামলে) ৭১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। (আত্ তাবাকাতুল কুবরা লে-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৭, জাবর বিন আতীক, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত)

আরেকজন বদরী সাহাবী হলেন, হযরত সাবেত বিন সা'লাবা (রা.)। তাকে সাবেত বিন জাযা'ও বলা হয়। ৭০ জন আনসারীসহ আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে (তিনি) অংশগ্রহণ করেন। বদর, উহুদ, খন্দক, হুদায়বিয়া, খয়বার, মক্কা বিজয় এবং তায়েফের যুদ্ধের সময় তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। তায়েফের যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। হযরত সাবেত তার পিতা হযরত সা'লাবার সাথে বদরের যুদ্ধেও যোগদান করেছিলেন। (আত্ তাবাকাতুল কুবরা লে-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৮-৪২৯, সাবেত বিন সা'লাবা, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত), (উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩২৪, সা'লাবা বিন আল্ হারেস, বৈরুতের দারুল ফিকরুত্ তারাস ওয়াত্ তাওয়াযী' থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত সুহায়েল বিন ওয়াহাব (রা.)। তার নাম হল, হযরত সুহায়েল বিন ওয়াহাব বিন রবীয়াহ্ বিন আমর বিন আমের কুরাইশী। তার মায়ের নাম ছিল দা'দ, কিন্তু বায়যা' নামেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। আর তাই তিনিও ইবনে বায়যা' নামে পরিচিত হন। তাই বই-পুস্তকে তার নাম সুহায়েল বিন বায়যা'ও পাওয়া যায়। তিনি কুরাইশের বনু ফিহ্‌র গোত্রের সদস্য ছিলেন। (আল্ ইসাবাতু ফী তাম্‌ঈযিস্ সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬২, সাহ্‌ল বিন বায়যা' আল্ কুরাইশী, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৫ সনে মুদ্রিত), (উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৪, সা'লাবাহ্ বিন আল্ হারেস, বৈরুতের দারুল ফিকরুত্ তারাস ওয়াত্ তাওয়াযী' থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

প্রাথমিক যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন আর সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। যখন প্রকাশ্যে ইসলামের তবলীগ আরম্ভ হয় তখন তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। এরপর মহানবী (সা.)-এর হিজরতের পর তিনি মদীনায় যান। (সিয়ারুস্ সাহাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৭৭, সুহায়েল বিন বায়যা', দারুল ইশাআত করাচী থেকে মুদ্রিত)

হযরত সুহায়েল (রা.)'র সাথে তার আরেক ভাই হযরত সাফওয়ান বিন বায়যা' (রা.)ও বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। (আত্ তাবাকাতুল কুবরা লে-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৮, সাফওয়ান বিন বায়যা', বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত)

বদরের যুদ্ধে যোগদানের সময় তার বয়স ছিল ৩৪ বছর। তিনি উহুদ, খন্দক (পরিখা) সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। তার তৃতীয় ভাই সাহ্‌ল মুশরিকদের পক্ষ থেকে বদরের যুদ্ধে যোগদান করে। আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী লিখেন, সাহ্‌ল মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি যে মুসলমান হয়েছেন তা কারো সামনে প্রকাশ করেন নি। কুরাইশরা বদরের যুদ্ধে তাকে সাথে নিয়ে যায় আর তিনি সেখানে গ্রেফতার হলে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) তার সম্পর্কে স্যাক্ষ্য দেন যে, **'আমি তাকে মক্কায় নামায পড়তে দেখেছি'**। এর ফলে তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। মদীনায় তিনি ইন্তেকাল করেন। তার এবং হযরত সুহায়েল (রা.)'র জানাযা মহানবী (সা.) মসজিদে পড়িয়েছেন।

হযরত সুহায়েল বিন বায়যা' (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাবূক যুদ্ধের সফরে তাকে নিজ বাহনের পিছনে আরোহণ করিয়েছিলেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) উচ্চস্বরে বলেন, হে সুহায়েল! মহানবী (সা.) এভাবে তিনবার বলেন, প্রত্যেকবার সুহায়েল উত্তর দেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! লাব্বায়েক। এমনকি অন্যান্য লোকেরাও অবগত হয়, মহানবী (সা.) তাকেই ডাকছেন। তখন যারা সামনে ছিল তারা মহানবী (সা.)-এর দিকে ছুটে আসে আর যারা পেছনে ছিল তারাও মহানবী (সা.)-এর নিকটে এসে যায়। এটিও মহানবী (সা.)-এর মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের একটি পন্থা ছিল। সবাই সমবেত হলে মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ অগ্নিকে হারাম করে দিবেন। (আল্ ইসাবাতু ফী তাম্ঈযিস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬২-১৬৩, সাহ্‌ল বিন বায়যা' আল্ কুরাইশী, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সনে মুদ্রিত), (আল্ ইসাবাতু ফী তাম্ঈযিস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৬, সুহায়েল বিন আস্ সামাত, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সনে মুদ্রিত), (আত্ তাবাকাতুল কুবরা লে-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৭, সুহায়েল ইবনে বায়যা', বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত)

এখন (দেখুন)! এটি ইতিহাস গ্রন্থ, আর এগুলো মুসলমানরা পড়ে যে, এটি মুসলমান হওয়ারও একটি সংজ্ঞা। কিন্তু তাদের কর্ম এর বিরোধী আর তাদের ফতওয়াও এসব কথার পরিপন্থী।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমাদের কাছে **ফাযীখ** অর্থাৎ খেজুরের মদ ছাড়া কোন প্রকার মদ থাকতো না। এটি সেই মদ ছিল যাকে তোমরা **ফাযীখ** বল। তিনি বলেন, একবার আমি দাঁড়িয়ে থেকে আবু তালহা এবং অন্যদের মদ পান করাচ্ছিলাম, তখনই এক ব্যক্তি আসে আর বলে, তোমরা কি সংবাদ পেয়েছ? আমরা জিজ্ঞেস করলাম কি সংবাদ? তিনি বলেন, মদ হারাম হয়ে গেছে, যাদেরকে মদ পান করাচ্ছিলেন তারা হযরত আনাস (রা.)-কে বলেন, আনাস! এই মটকি উল্টিয়ে দাও। তিনি বলেন, এই ব্যক্তির খবর দেয়ার পর সেই মদ সম্পর্কে আর কখনো জিজ্ঞেসও করিনি আর কোন দিন তা পানও করিনি। (সহীহ্ বুখরী, কিতাবুত্ তফসীর, বাবু আন্নামাল খামরু ওয়াল্ মায়সার.... হাদীস নংঃ ৪৬১৭)

একটি নির্দেশ এসেছে আর এর প্রতি এমনভাবে আনুগত্য করেন, দ্বিতীয়বার আর কখনো মদের উল্লেখই হয়নি। আরেকটি হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, হযরত আবু তালহা (রা.)'র সাথে হযরত আবু দজানা এবং হযরত সুহায়েল বিন বায়যা' (রা.) ছিলেন, যারা

তখন মদ পান করছিলেন। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আশরেবাহ্, বাবু মান রাআ আল্লা ইয়াখলিতাল্ বুসরা... হাদীস নং: ৫৬০০)

তাবূকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ৯ম হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তার জানাযার নামায মহানবী (সা.) মসজিদে নববীতে পড়ান। মৃত্যুর সময় তার কোন **সন্তানসন্ততি ছিল না।** (আত্ তাবাকাতুল কুবরা লে-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৭, সুহায়েল ইবনে বায়যা' বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত)

হযরত আব্বাদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)'র জানাযা মসজিদে আনা হোক, যেন তিনিও জানাযার নামায পড়তে পারেন। হযরত আয়েশা (রা.)'র এই উক্তিকে লোকেরা অদ্ভুত জ্ঞান করে যে, তিনি এক বিস্ময়কর কথা বলছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মানুষ কত তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। মহানবী (সা.) হযরত সুহায়েল বিন বায়যা'র জানাযা মসজিদেই পড়েছিলেন। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল জানায়েয, বাবু আস্ সালাত আলাল জানাযাতি ফিল্ মাসজিদি, হাদীস নং: ১৬০৩, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩৫ নূর ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত)

সাহাবীদের ধারণা ছিল, উন্মুক্ত স্থানে জানাযা পড়া উচিত কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) এর সংশোধন করেন যে, **মসজিদে জানাযার নামায পড়া যেতে পারে।**

হযরত তোফায়েল বিন হারেস (রা.) ছিলেন আরেকজন বদরী সাহাবী। হযরত তোফায়েল তার ভাই হযরত উবায়দা এবং হযরত হাসীন (রা.)'র সাথে বদর, উহুদ এবং খন্দক (পরিখা) সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগদান করেন। (উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৬৬, তোফায়েল বিন আল্ হারেস, বৈরুতের দারুল ফিকরুত্ তারাস ওয়াত্ তাওয়াযী' থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

মহানবী (সা.) হযরত তোফায়েল বিন হারেস (রা.)'র ভ্রাতৃত্ব বন্ধন হযরত মুনযের বিন মুহাম্মদ আর কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত সুফিয়ান বিন নাসর (রা.)'র সাথে স্থাপন করেছিলেন। হযরত তোফায়েল (রা.) ৩২ হিজরীতে ৭০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। (আত্ তাবাকাতুল কুবরা লে-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮, আত্ তোফায়েল বিন আল্ হারেস, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত)

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত আবু সালীত উসাইরাহ্ বিন আমর (রা.)। উসাইরাহ্ বিন আমর ছিল তার নাম, ডাকনাম ছিল আবু সালীত আর তিনি আবু সালীত নামেই সুপরিচিত ছিলেন। তার পিতা আমরও আবু খারেজা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বদর এবং অন্যান্য যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। (কাযী মুহাম্মদ সোলায়মান মনসুরপুরী রচিত 'আসহাবে বদর' পৃ: ১৩১, ২০১৫ সনে ইসলামিয়া ছাপাখানা হতে মুদ্রিত)

তিনি খাযরাজের শাখা আদী বিন নাজ্জারের সদস্য ছিলেন। তার পিতা আবু খারেজা আমর বিন কায়েস (রা.)ও সাহাবী ছিলেন। (ডা. জুলফিকার কাযেম রচিত সাহাবায়ে কেরাম কা ইনসাইক্লোপিডিয়া, পৃ: ৫০৮, আবু সালীত উসায়রাহ্ বিন আমর, লাহোরের বাইতুল উলুম হতে মুদ্রিত)

বদরের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তার পুত্র আব্দুল্লাহ্ তার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) গাধার মাংস খেতে বারণ করে দিয়েছিলেন আর সে সময় বিভিন্ন পাতিলে গাধার মাংস রান্না হচ্ছিল। নির্দেশ শোনামাত্র আমরা সেই পাতিলগুলো উল্টিয়ে দেই। (উসদুল গাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৫৬, আবু সালীত আল্ আনসারী, বৈরুতের দারুল ফিকরুত্ তারাস ওয়াত্ তাওয়াযী' থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

হযরত সা'লাবাহ্ বিন হাতেব আনসারী (রা.) ছিলেন আরেকজন বদরী সাহাবী। তিনি বনু আমর বিন অওফ গোত্রভুক্ত ছিলেন। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। (কাযী মুহাম্মদ সোলায়মান মনসুরপুরী রচিত, আসহাবে বদর, পৃঃ ১৩৬, ২০১৫ সনে ইসলামিয়া ছাপাখানা হতে মুদ্রিত)

যেমনটি বলা হয়েছে তিনি অওস গোত্রের শাখা বনু আমর বিন অওফের সদস্য ছিলেন। বদর ছাড়া অন্যান্য যুদ্ধেও তার যোগদান সংক্রান্ত রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। (ডা. জুলফিকার কাযেম রচিত সাহাবায়ে কেরাম কা ইনসাইক্লোপিডিয়া, পৃঃ ৪৫০, সা'লাবাহ্ বিন হাতেব আনসারী, লাহোরের বাইতুল উলুম হতে মুদ্রিত)

হযরত উমামা বাহেলি বর্ণনা করেন, হযরত সা'লাবাহ্ বিন হাতেব আনসারী (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে ধনসম্পদ দান করেন। এতে মহানবী (সা.) বলেন, আক্ষেপের বিষয় হল, খুব কম মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর সম্পদ সামলানোর শক্তি রাখে না। তিনি (সা.) দোয়া করেন নি। কিছুকাল পর তিনি আবার এসে নিবেদন করেন, দোয়া করুন, আমি যেন সম্পদ লাভ করি। তিনি (সা.) পুনরায় বলেন, তোমার জন্য কি আমার সর্বোত্তম আদর্শ যথেষ্ট নয় যে, তুমি সম্পদের বাসনা প্রকাশ করছ? তিনি (সা.) বলেন, সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি পাহাড়কে বলি আমার জন্য স্বর্ণ এবং রৌপ্যে পরিণত হও তাহলে এমনই হয়ে যাবে, কিন্তু তিনি (সা.) বলেন, আমি এমনটি করি না। সম্পদের প্রতি বেশি আকর্ষণ রাখা উচিত নয়। তৃতীয়বার তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং এইভাবেই নিবেদন করেন, আল্লাহ্ তা'লা, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে দোয়া করুন যেন আমি সম্পদ লাভ করি। তখন মহানবী (সা.) দোয়া করেন, (হে আল্লাহ্!) সা'লাবাহ্কে ধন-সম্পদ দান কর। বর্ণনাকারী বলেন, তার মাত্র গুটিকতক ছাগল ছিল আর এরপর এতে এত বরকত হয় আর সেগুলো এভাবে বিস্তার লাভ করে যেভাবে কীটপতঙ্গ বিস্তার লাভ করে থাকে। আর অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, সেগুলো দেখাশোনার জন্য মসজিদে আসার পরিবর্তে তিনি যোহর ও আসরের নামাযও সেখানেই পড়তে আরম্ভ করেন। সংখ্যা যখন আরো বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করে তখন তিনি জুমুআয় আসাও বন্ধ করে দেন। জুমুআর দিন মহানবী (সা.) লোকজনের খবরাখবর নিতেন, তাই একদিন সা'লাবাহ্ সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বলে, তার কাছে এত বড় গবাদি পশুর পাল রয়েছে যে, পুরো উপত্যকা ভরে গেছে, তাই সেগুলো দেখাশোনা করতে সময় লেগে যায় (আর এ কারণেই) তিনি আসেন না। যাহোক, মহানবী (সা.) এতে খুবই আক্ষেপ প্রকাশ করেন। তিনি (সা.) তিনবার আক্ষেপ প্রকাশ করেন। এরপর যখন যাকাত সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন তিনি (সা.) যাকাত সংগ্রহের জন্য দু'জনকে তার কাছে পাঠান। তারা যখন হযরত সা'লাবাহ্র কাছে যান তখন তিনি বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে যাকাত না দিয়ে বলে, আচ্ছা আমি চিন্তা করে দেখি, তোমরা অন্য জায়গায় যাকাত সংগ্রহের জন্য যাচ্ছ, সেখান থেকে হয়ে আস। তারা অন্যত্র যাকাত সংগ্রহের জন্য চলে যান। অন্য যে জায়গায় গিয়েছিলেন সেখানে এক ব্যক্তি নিজের সর্বোত্তম উটগুলোর মধ্য থেকে (একটি উট) যাকাত স্বরূপ দান করেন। সংগ্রাহকরা বলেন, আমরা তো সর্বোত্তমটি চাই নি, এতে তিনি বলেন, আমি সানন্দে দিচ্ছি। যাহোক, এটি একটি দীর্ঘ কাহিনী কিন্তু তিনি (অর্থাৎ সা'লাবাহ্) যাকাত দেন নি। যাকাত আদায় করতে যারা গিয়েছিলেন তারা সেখান থেকে ফিরে এসে মহানবী (সা.)-কে যখন রিপোর্ট দেন তখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি এই আয়াত অবতীর্ণ হয়: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ

فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ পর্যন্ত সূরা তওবার ৭৫ থেকে ৭৭ নাম্বার আয়াত। মহানবী (সা.)-এর কাছে তখন সা'লাবাহ্‌র এক আত্মীয় উপবিষ্ট ছিলেন। একথা শুনে তিনি সা'লাবাহ্‌র কাছে যায় এবং বলে, সা'লাবাহ্! তোমার জন্য আক্ষেপ! আল্লাহ্ তা'লা তোমার সম্পর্কে অমুক অমুক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে সা'লাবাহ্ নিবেদন করেন, আমার কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করা হোক। তখন তিনি (সা.) বলেন, তোমার কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করতে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বারণ করেছেন। অতএব তিনি ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে ফিরে যান। এরপর হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগে তিনি যাকাত নিয়ে আসলে হযরত আবু বকর (রা.)ও তা গ্রহণ করেন নি। এরপর হযরত উমর (রা.)'র যুগেও (যাকাত) নিয়ে আসেন, তিনিও তা গ্রহণ করেন নি, কেননা মহানবী (সা.) যা গ্রহণ করেন নি আমি কীভাবে তা গ্রহণ করতে পারি। এরপর হযরত উসমান (রা.) যখন খলীফা মনোনীত হন তখন তার কাছে এসে বলেন, আমার যাকাত গ্রহণ করুন কিন্তু তখনও তা গ্রহণ করা হয় নি। আর হযরত উসমান (রা.)'র যুগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। (উসদুল গাবাহ্, প্রথম খণ্ড, পৃ: ২২৫-২২৬, সা'লাবাহ্ বিন হাতেব, বৈরুতের দারুল ফিকরুত্ তারাস ওয়াত্ তাওয়াযী' থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

এখন এই যে ঘটনা, একদিকে বদরী সাহাবীদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত রয়েছে, তারা জান্নাতে যাবে। অপর দিকে যাকাত গ্রহণ না করা সংক্রান্ত এই দীর্ঘ রেওয়ায়েত চলছে। এটি শুনে বা পড়ে আমার হৃদয়েও প্রশ্ন জাগ্রত হয়েছিল আর আপনাদের হৃদয়েও হয়ত প্রশ্ন জেগেছে যে, এটি কীভাবে হতে পারে? মনে হয়, এই রেওয়ায়েতটি ভুল বা অন্য কারো বিষয়ে হবে। অতএব, আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনিও তার মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন, এই ঘটনা যদি সত্য প্রমাণিত হয় অর্থাৎ, কোন সাহাবীর কাছ থেকে যাকাত নেওয়ার বা না নেওয়ার এই ঘটনা যদি এভাবেই ঘটে থাকে তাহলে আমার মতে, এই ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিকে হযরত সা'লাবাহ্‌র প্রতি আরোপ করা সঠিক হবে না, কেননা তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন আর বদরী সাহাবীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা প্রকাশ্য ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন আর তাদের মাঝে কোন প্রকার কপটতা ও কোনরূপ দুর্বলতা থাকতে পারে না। আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী এটি লিখেছেন, ইবনে কালবীর কথায় এটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী এই (নামের) সাহাবী উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন, যার সমর্থন এখানেও দেখা যায় যা ইবনে মারদুবিয়া আতিয়ার সনদে ইবনে আব্বাসের বরাতে উল্লিখিত আয়াত সম্পর্কে তার তফসীরে হুবহু উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সালাবাহ্ বিন আবি হাতেব নামে এক আনসারী ব্যক্তি ছিলেন। এক বৈঠকে এসে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'লা যদি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে ভূষিত করেন, এরপর বিষদ ঘটনা বর্ণনা করেন। ইনি হলেন **সা'লাবাহ্ বিন আবী হাতেব**। আর বদরী সাহাবী সম্পর্কে সবার মতৈক্য হল, তিনি ছিলেন **সা'লাবাহ্ বিন হাতেব (রা.)**। আর এই রেওয়ায়েত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, তিনি (সা.) বলেছেন, **'যারা বদর এবং হুদায়বিয়ায় যোগদান করেছেন তাদের মধ্য থেকে কোন মুসলামান জাহান্নামে যাবে না'**। এছাড়া এক হাদীসে কুদসী রয়েছে, আল্লাহ তা'লা বদরে যোগদানকারীদের বলেছেন **'যা চাও কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি'**। কাজেই তিনি লিখেন, **যার পদমর্যাদা এরূপ– তার হৃদয়ে কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা কপটতা সৃষ্টি করতে পারেন?** হৃদয়ে যদি কপটতা

থাকে তাহলে এটি হতে পারে না যে, সে প্রতিদানে জান্নাত লাভ করবে। তিনি আরো লিখেন, যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা তার সাথে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে, যার হৃদয়ে কপটতা রয়েছে! কাজেই এটি সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, এই ব্যক্তি ভিন্ন কেউ। (আল্ ইসাবাতু ফী তাম্ঈযিস্ সাহাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৬-৫১৭, সা'লাবাহ বিন হাতেব, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৫ সনে মুদ্রিত)

অর্থাৎ হযরত সা'লাবাহ্ (রা.) সেই ব্যক্তি ছিলেন না, তিনি পূর্বেই শাহাদত বরণ করেছিলেন আর যার কথা এখানে বলা হয়েছে তিনি হলেন, সা'লাবাহ্ বিন আবী হাতেব। নামের মিল থাকার কারণে এই ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে। তাই সা'লাবাহ্ বিন হাতেব এবং সা'লাবাহ বিন আবী হাতেব –দুই ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। কাজেই, কোন বদরী সাহাবী সম্পর্কে এই ধারণা করাই যেতে পারে না যে, তিনি এমনটি করে থাকবেন। আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানিকে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত করুন, তিনিও এই বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন আর এই বদরী সাহাবীর ওপর যে অপবাদ আরোপ হতে যাচ্ছিল এই ঐতিহাসিক ঘটনার বরাতেই তিনি তা থেকে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন।

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত সা'দ বিন উসমান বিন খালদা আনসারী (রা.)। কারো কারো মতে তার নাম হল, সাঈদ বিন উসমান। বদরের যুদ্ধে তিনি যোগদান করেন। তিনি সেসব ব্যক্তির একজন যাদের পা উহুদের যুদ্ধে দোদুল্যমান হয়েছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে তাদের সবাইকে ক্ষমা করা সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। তিনি হযরত উকবার ভাই ছিলেন। একবার মহানবী (সা.) হার্‌রা'র বে'রে এহাব নামক স্থানে আগমন করেন, যা তখন সেই সাহাবীর মালিকানাধীন ছিল, যেখানে তিনি তার পুত্র উবাদাহ্কে রেখে গিয়েছিলেন যাতে সে লোকদেরকে পানি পান করাতে পারে। হযরত উবাদাহ্ মহানবী (সা.)-কে চিনতে পারেন নি, তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। পরবর্তীতে যখন হযরত সা'দ (রা.) আসেন তখন উবাদাহ্ আগত ব্যক্তির অবয়ব বর্ণনা করলে হযরত সা'দ (রা.) বলেন, ইনিই ছিলেন মুহাম্মদ (সা.), যাকে তুমি চিনতে পার নি। ছুটে যাও আর তাঁর সাথে সাক্ষাৎ কর। অতএব তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে যান এবং মহানবী (সা.) তার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করেন। হযরত সা'দ বিন উসমানের ইন্তেকালের সময় তার বয়স ছিল ৮০ বছর।

(কাযী মোহাম্মদ সোলায়মান মনসুরপুরী প্রণীত আসহাবে বদর, পৃঃ ১৪৮, সা'দ বিন উসমান, ইসলামিয়া ছাপাখানা, ২০১৫), (উসদুল গাবাহ্, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৬৩, সা'দ বিন উসমান, বৈরুতের দারুল ফিকরুন্ নশর ওয়াত্ তাওয়াযি' থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত), (আল্ ইসাবাতু ফী তাম্ঈযিস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮, সা'দ বিন উসমান বিন খালদাহ্, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ থেকে ২০০৫ সালে প্রকাশিত)

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত আ'মের বিন উমাইয়াহ্ (রা.)। তিনি হযরত হিশাম বিন আ'মেরের পিতা ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং উহুদের (যুদ্ধে) তিনি শাহাদত বরণ করেন। বনু আদী বিন নাজ্জার গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিল।

হযরত হিশাম বিন আ'মেরের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, উহুদের যুদ্ধে শহীদদের দাফন করা সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (সা.) বলেন, প্রশস্ত কবর খুঁড়ে দু'তিন জনকে এক কবরে সমাহিত কর। তিনি (সা.) আরো বলেন, যে কুরআন বেশি জানে তাকে প্রথমে কবরে নামাও। হযরত হিশাম বিন আ'মের বলেন, আমার পিতা আ'মের বিন উমাইয়াহ্ (রা.)-কে দু'ব্যক্তির পূর্বে কবরে নামানো হয়। (সুনান তিরমিযী, আবওয়াবু ফাযায়িলিল জিহাদ, মা জা'আ ফি দাফনিশ শুহাদা' হাদীস নংঃ ১৭১৩)

হযরত আ'মেরের পুত্র হযরত হিশাম বিন আ'মের একবার হযরত আয়েশা (রা.)'র কাছে গেলে তিনি বলেন, আ'মের কত মহান ব্যক্তি ছিলেন! কিন্তু এরপর তার বংশধারা আর অব্যাহত থাকে নি। (উসদুল গাবাহ্, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২, আ'মের বিন উমাইয়্যাহ্, বৈরুতের দারুল ফিকরুন্ নশর ওয়াত্ তাওয়াযি' থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

হযরত আমর বিন আবী সারাহ্ ছিলেন আরেকজন বদরী সাহাবী। ওয়াকদী তার নাম মু'মের বিন আবী সারাহ্ বর্ণনা করেছেন। তিনি বনু হারেস বিন ফিহর গোত্রের সদস্য ছিলেন, তার ডাক নাম ছিল, আবু সাঈদ। ৩০ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার ভাই হযরত ওয়াহাব বিন আবি সারাহ্ ইথিওপিয়ার মুহাজিরদের একজন ছিলেন। উভয় ভাই বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন। উহুদ, পরিখা এবং অন্যান্য যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে যোগদান করেন। তার কোন সন্তান ছিল না। (উসদুল গাবাহ্, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭২৪-৭২৫, আমর বিন আবী সারাহ্, বৈরুতের দারুল ফিকরুন্ নশর ওয়াত্ তাওয়াযি' থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে আসার পর তিনি হযরত কুলসুম বিন হিদম (রা.)'র বাড়িতে অবস্থান করেন। (আত্ তাবাকাতুল কুবরা লে ইবনে সা'দ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩১৮, মু'মের বিন আবী সারাহ্, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)

এরপর আরেকজন সাহাবী ছিলেন, হযরত আসমাহ্ বিন হুসায়েন (রা.)। তিনি ছিলেন বনু অওফ বিন খাযরাজ গোত্রের সদস্য। তার ভাই হুবায়ল বিন ওয়াবরাহ্ তার দাদা ওয়াবরাহ্র প্রতি আরোপিত হন। তিনি এবং তার ভাই বদরের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। কেউ কেউ তার বদরের যুদ্ধে যোগদান সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেছে।

(কাযী মোহাম্মদ সুলাইমান মনসুরপুরী প্রণীত আসহাবে বদর, পৃঃ ১৭৭, আসমাহ্ বিনুল হুসায়েন, ইলামিয়া ছাপাখানা থেকে ২০১৫ সালে প্রকাশিত)

কিন্তু কেউ লিখেছেন যে, তিনি যোগদান করেছিলেন।

(আরেকজন বদরী সাহাবী হলেন,) হযরত খলীফা বিন আদী (রা.), তার নাম সম্পর্কেও দ্বিমত মত রয়েছে। কেউ কেউ বলে তার নাম হল, খলীফা বিন আদী আবার কেউ কেউ বলেছে, উলায়ফা বিন আদী। বদর এবং উহুদ উভয় যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। উলায়ফা বিন আদী বিন আমর বিন মালেক বিন আমর বিন মালেক বিন আলী বিন বায়াযাহ্ বদরে যোগদানকারী সাহাবীদের একজন ছিলেন।

(উসদুল গাবাহ্, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭১০-৭১১, খলীফা বিন আদী, বৈরুতের দারুল ফিকরুন্ নশর ওয়াত্ তাওয়াযি' থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

(কাযী মোহাম্মদ সোলায়মান মনসুরপুরী প্রণীত আসহাবে বদর, পৃঃ ১৭৯, উলায়ফাহ্ বিন আদী, ইসলামিয়া ছাপাখানা থেকে ২০১৫ সালে প্রকাশিত)

বদরের যুদ্ধের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন আর সর্বপ্রথম বদরের যুদ্ধে যোগদান করে বদরী সাহাবী হওয়ার সম্মান লাভ করেন। এরপর উহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন। উহুদের যুদ্ধের পর তার নাম আর সামনে আসে নি বা প্রকাশ পায় নি এবং তার সম্পর্কে অন্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি আবার তখন দৃশ্যপটে আসেন যখন আলী (রা.)'র খিলাফতকাল আরম্ভ হয়। অর্থাৎ, দীর্ঘ দিন তার সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। হযরত আলী (রা.)'র খিলাফতকালে সংঘটিত সকল যুদ্ধে তিনি হযরত আলী (রা.)'র সাথে যোগদান করেন। তার মৃত্যুর সন সম্পর্কেও ইতিহাস গ্রন্থে কিছু পাওয়া যায় না।

(তালেবুল হাশেমী প্রণীত হাবীবে কিবরিয়া (সা.)-এর তিনশ' সাহাবী, পৃঃ ২২১, খলীফা বিন আদী, লাহোরের আল্ কামার এন্টারপ্রাইজ থেকে ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত)

(আরেকজন বদরী সাহাবী হলেন,) হযরত মা'আয় বিন মা'য়েস। বি'রে মঊনার ঘটনায় তিনি শাহাদত বরণ করেন। তার পিতার নাম না'য়েসও বলা হয়ে থাকে। (তিনি) খাযরাজের যারকী গোত্রের সদস্য ছিলেন। কোন কোন বর্ণনানুসারে তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বি'রে মঊনার সময় তিনি শহীদ হন। এক রেওয়ায়েত অনুসারে বদরের যুদ্ধে তিনি আহত হন আর এ কারণেই কিছুকাল পর তিনি ইন্তেকাল করেন।

(উসদুল গাবাহ্, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ১৯৬, মা'আ বিন মা'য়েস, বৈরুতের দারুল্ কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

তার সাথে তার ভাই আয়েয বিন মা'য়েসও বদরের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন।

(উসদুল গাবাহ্, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ১৪৭, মা'আ বিন মা'য়েস, বৈরুতের দারুল্ কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যখন ঊয়াইনাহ বিন হাসান গাতফান গোত্রের সাথে জঙ্গলে বিচরণকারী মহানবী (সা.)-এর উষ্ট্রীসমূহের ওপর আক্রমণ করে এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণকারী এক ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং উটপালকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় আর শাহাদত বরণকারী ব্যক্তির স্ত্রীকেও তুলে নিয়ে যায় তখন এই ঘটনার সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) তৎক্ষণাৎ আটজন অশ্বারোহীকে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রেরণ করেন। সেই আটজন অশ্বারোহীর মধ্যে হযরত মা'আয বিন মা'য়েসও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এক বর্ণনা অনুসারে তখন এই আটজন অশ্বারোহীর মাঝে হযরত আবু আইয়াশও ছিলেন। তাদেরকে প্রেরণের পূর্বে মহানবী (সা.) হযরত আবু আইয়াশ (রা.)-কে বলেন, তুমি তোমার ঘোড়া অন্য কাউকে দিয়ে দাও যে তোমার চেয়ে ভালো অশ্বারোহী। তখন হযরত আবু আইয়াশ নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি এদের মাঝে শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী। তিনি বলেন, এটি বলে আমি পঞ্চাশ গজ যেতে না যেতেই ঘোড়া আমাকে ফেলে দেয়। আবু আইয়াশ বলেন, এতে আমি খুবই চিন্তিত হই, কেননা মহানবী (সা.) আমাকে বলেছিলেন, তুমি যদি তোমার ঘোড়া অন্য কাউকে দিয়ে দাও তাহলে ভালো হয় অথচ আমি বলছিলাম, আমি তাদের সবার চেয়ে উত্তম। বনু যারীকের লোকদের মতে এরপর মহানবী (সা.) হযরত আইয়াশের ঘোড়ায় হযরত মা'আয বিন মা'য়েস অথবা আয়েয বিন মা'য়েসকে আরোহণ করান। (তারীখুত্ তাবারী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১১৩-১১৫, গাযওয়ায়ে যী কিরদ, বৈরুতের দারুল ফিক্‌র থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত), (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৮৬, গাযওয়ায়ে যী কিরদ, বৈরুতের দ্বার ইবনে হাযম থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত)

হযরত সা'দ বিন যায়েদ আল্ আশহালী ছিলেন আরেকজন বদরী সাহাবী। তিনি আনসারের গোত্র বনু আব্দুল আশহালের সদস্য ছিলেন। (তিনি) বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন। অনেকের মতে তিনি আকাবার বয়'আতেও যোগদান করেছিলেন। তিনি বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) তাকে দিয়ে বনু কুরায়যার বন্দীদের পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাদের বিনিময়ে নজদে ঘোড়া এবং অস্ত্র ক্রয় করেছিলেন।

(উসদুল গাবাহ্, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ২১৭-২১৮, সা'দ বিন যায়েদ বিন মালেক, বৈরুতের দারুল ফিকরুন্ নশর ওয়াত তাওয়াযি' থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত সা'দ বিন যায়েদ একটি নাজরানী তরবারী মহানবী (সা.)-কে উপহারস্বরূপ দিয়েছিলেন। তিনি (সা.) সেই তরবারী হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.)-কে দান করেন এবং বলেন, এটি দিয়ে আল্লাহ্ তা'লার পথে জিহাদ করবে

আর মানুষ যখন পরস্পর মতভেদে লিপ্ত হবে তখন এটিকে পাথরে ছুড়ে মারবে এবং নিজ গৃহে বসে থাকবে।

(উসদুল গাবাহ্, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২১৬, সা'দ বিন যায়েদ আল্ আশহালী, বৈরুতের দারুল ফিকরুন্ নশর ওয়াত্ তাওয়াযি' থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

অর্থাৎ কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যে জড়াবে না।

আল্লাহ্ তা'লা করুন, আজকের মুসলমান যারা পরস্পরের শিরোচ্ছেদ করছে তারাও যেন এ কথাগুলো মেনে চলতে পারে, পৃথিবীতে যেন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা এসব সাহাবীর পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন আর আমাদেরকেও পুণ্যকর্ম করার, ত্যাগ স্বীকার করার এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে জীবন যাপনের তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)